যায়যায়দিন

11 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

নীল দলের সভাপতি ও সাদা দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের ড. খন্দকার বজলুল হক ও সাধারণ সম্পাদক পদে বিএনপিপন্থী সাদা দলের ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি পদে বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছেন ৫৭৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সাদা দলের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫৫৪ ভোট। সাধারণ

সভাপতি

সম্পাদক

সম্পাদক পদে বিজয়ী প্রার্থী পেয়েছেন ৫৭৭ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ড. (পৃ ২১ ক ১)

নীল দলের সভাপাত ও সাদা দলের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আনোয়ার হোসেন পেয়েছেন ৫৬২ ভোট। মোট ১৫টি পদের মধ্যে নীল দল পেয়েছে নয়টি পদ। বাকি ছয়টি পদে নির্বাচিত হয়েছে সাদা দলের শিক্ষকরা। একাধিক শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় নির্বাচনের প্রভাব পড়েছে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে। জাতীয় নির্বাচনে মহাজোটের ভোট জোয়ারের সাড়া এখানেও পড়েছে। সাদা দলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, ২৯ তারিখের আগে নির্বাচন হলে সাদা দলের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করতো।

গতকাল বহুল প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে। ভোট গ্রহণ ও গণনার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় নির্বাচন কমিশনার ফলাফল ঘোষণা করেন। এ বছর নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ ফজলে এলাহী।

শিক্ষক সমিতির অন্য পদে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন সহসভাপতি ড. অধ্যাপক আখতারুজ্জামান (নীলদল)। তিনি ৬৫৪টি ভোট পেয়েছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অধ্যাপক চৌধুরী মাহমুদ হাসান পেয়েছেন ৪৬৯টি ভোট। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমেদ (নীল দল)। তিনি ভোট পেয়েছেন ৫৭৬টি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী পেয়েছেন ৫৪৮ ভোট। যুগ্ম সম্পাদক লুৎফুর রহমান (সাদা দল)। তিনি ভোট পেয়েছেন ৫৯৯। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ড. জিনাত হুদা পেয়েছেন ৫১৯ ভোট। সদস্য পদে অধ্যাপক কাজী শহিদুল্লাহ (নীল দল, ভোট-৬৬৭), অধ্যাপক সদরুল আমিন (সাদা দল, ভোট-৬৫০), অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (নীল দল, ভোট-৬৪৮), অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক (নীল দল, ভোট-৬৪৬), অধ্যাপক হারুন অর রশিদ (নীল দল, ভোট-৬০৭), অধ্যাপক আর আই এম আমিনুর রশীদ (নীল দল, ভোট-৬০৬), অধ্যাপক ফখরুল আলম (নীল দল, ভোট-৬০৫), অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম, (সাদা দল, ভোট-৫৯৬), অধ্যাপক এ কে এম সিরাজুল ইসলাম খান (সাদা দল, ভোট-৫৭৩) এবং অধ্যাপক লায়লা নূর ইসলাম (সাদা দল, ভোট-৫৬৬)।

নবনির্বাচিত সভাপতি ড. খন্দকার বজলুল হক বলেন, দেশে একটা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছিল। দেশের মূল যন্ত্রগুলো অন্ধকারে গ্রাস ছিল। জনগণের ভোট বিপ্লবে সেগুলো এখন মুক্ত হবে। শিক্ষক সমিতি একটি অরাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে কথা বলবে। সাধারণ সম্পাদক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতার একটি পটপরিবর্তন হয়েছে। এখানে সাদা ও নীল আলাদা প্যানেলে নির্বাচন করলেও এখানে কোনো দলীয় প্রভাব পড়েনি। শিক্ষক সমিতি কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে কাজ করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১,৫৭৫ জন শিক্ষক ভোটার ছিলেন। এর মধ্যে ১,১৬৮ জন শিক্ষক ভোট দেন। ভোট বাতিল হয়েছে ১১টি।